চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ ১২৮৬ হিজরী সাল হতে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম শুরু করেন এবং চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম জনসমক্ষে প্রকাশ পেতে থাকে। একজন সংস্কারকের সংস্কার কার্যক্রম প্রকাশ ও এর প্রতি জনগণের স্বীকৃতি প্রধান শর্ত। আ'লা হযরতের মধ্যে এই উভয়বিদ শর্তই বিদ্যমান ছিল বলে সে যুগের আরব ও আজমের মশহুর ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখীনে ইযাম তাঁর মোজদ্দেদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বরিশাল জেলার নেছারাবাদের মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সহেব) তাঁর মুজাদ্দিদ গ্রন্থে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তৎসঙ্গে প্রতি শতাব্দীর একজন করে মোট ১৩ জন মুজাদ্দিদের তালিকাও উক্ত গ্রন্থে পেশ করেছেন। সুন্নী জগতের ওলামাগণ বিনা ইখতিলাফে আলা হযরতকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আ'লা হযরতের সংস্কার কার্যক্রমের প্রধান দিক ছিল আকায়েদ সংশোধন করা। ওহাবী-খারেজী-নজদী সম্প্রদায় আরব আজম সহ সর্বত্র বাতিল আকিদা সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছিল। তৎকালে তারা ইংরেজদের মদদে নিত্য নূতন বাতিল আকিদার কিতাব রচনা করে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগলো। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো। ওহাবী, কাদিয়ানী ও বাহায়ী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। মুসলমান সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদিকে সনাতন মূল ইসলামী আকিদায় বিশ্বাসী সুন্নী মুসলমান- অন্যদিকে নব্য সৃষ্ট ওহাবী-খারেজী, কাদিয়ানী, বাহায়ী ফের্কার নতুন সম্প্রদায়সমূহ আকিদাগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা আরবে ও ভারতে তাদের প্রভূত্ব বিস্তার করলো। ওহাবীরা কিতাবুত তাওহীদ, তাকভীয়াতুল ঈমান, তাহজিরুন্নাছ, সিরাতে মোস্তাকিম, ফতোয়ায়ে রাশিদিয়া, বারাহীনে কাতেয়া, বেহেস্তী জেওর, হেফজুল ঈমান, ইসলাহে রুছুম- প্রভৃতি বাতিল আকিদা সম্পন্ন কিতাব লিখে মুসলমানী অনেক আকিদা ও ক্রিয়াকর্মকে শিরক ও বিদআত বলে প্রচার করতে লাগলো। তারা ঘোষণা করলোঃ যারা আজানের দোয়ায় হাত তুলবে, যারা নবী বকশ, গোলাম কাদের, গোলাম জিলানী, গোলাম আলী ইত্যাদি নাম রাখবে- তারা গোমরাহ, বেদয়াতী ও মুশরিক। এভাবে ওহাবীরা ভারতে সর্বত্র শিরক বিদআতের বাজার বসিয়ে সুন্নী মুসলমানদেরকে মুশরিক ও বিদআতী বলে আখ্যায়িত

করতে লাগলো। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হলো। এই সুযোগে ইংরেজরা হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানদেরকে নাস্তনাবুদ করে ছাড়লো। উপরে উল্লেখিত ওহাবী কিতাবসমূহে শির্ক বিদআতের উপরোক্ত ঘোষণাগুলি লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনো খারেজী মাদ্রাসায় এগুলোর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

ভারতীয় মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দিনে যিনি কলম তরবারীর মাধ্যমে বাতিল পন্থীদের উক্ত বে-দ্বীনি লেখনীর মোকাবিলা করে এগুলোকে কচুকাটা করেন, সরল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণকে রক্ষা করেন এবং শিরক বিদআত ফতোয়াবাজীর দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করে ইসলামী আকায়েদকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন- তিনিই হচ্ছেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)। তিনি আমাদের ঈমান ও আকায়েদ রক্ষাকারী, বাতিল আকিদা হতে মুক্তিদাতা। তিনি জীবদ্দশায়ই তাঁর আদর্শ সৈনিক তৈরী করে গিয়েছেন। সদরুল আফাযেল মওলানা নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী, মুফতিয়ে আযম হিন্দ হযরত মোস্তফা রেযা খান, হামেদ রেযা খান, সদরুস শরীয়ত হযরত মাওলানা আমজাদ আলী, হযরত মাওলানা হাশমত আলী রেজভী, হযরত জফরুদ্দীন বিহারী, মাওলানা সরদার আহমদ প্রমুখ শাগরিদ মনীষীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের ওহাবী শিকারী বাজপাখীর ন্যায় এবং কলম সম্রাট। সদরুল আফাযেলের 'আত্ইয়াবুল বয়ান', তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, মাওলানা আমজাদ আলীর বাহারে শরীয়ত, মাওলানা হাশমত আলীর ইসলাহে বেহেস্তী জেওর-প্রভৃতি ওহাবী কেল্লায় এক একটি এটম বোমা স্বরূপ। আ'লা হযরত (রহঃ) অধ্যাত্মিক জগতের এক কামেল মহাপুরুষ ছিলেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত। জববলপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাঁর মুরীদের সংখ্যা সর্বাধিক। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী কলমযুদ্ধ চালিয়ে বাতিলের কিল্লায় মারাত্মক আঘাত হেনে এবং দ্বীন ও সুন্নীয়তের মশাল জ্বালিয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরপারে মাওলায়ে হাকিকী ও মাহবুবে এলাহী প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমন করেন। প্রতি বৎসর বেরেলী শরীফে তাঁর ওফাত দিবসে অগণিত ভক্তগণের উপস্থিতিতে উরছে আলা হযরত পালিত হয়। আল্লাহ তায়ালা আ'লা হযরত (রহঃ)কে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।